

প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবায় রোলমডেলঃ কমিউনিটি ক্লিনিক

সেলিনা আক্তার

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সদ্য স্বাধীন দেশের তৃণমূল পর্যায়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কমিউনিটি ক্লিনিকের ধারণা প্রবর্তন করেন। মাত্র সাড়ে তিন বছরেই দেশের সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে তৎকালীন মহকুমা ও থানা পর্যায়ে স্বাস্থ্য অবকাঠামো গড়ে তুলেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব।

কমিউনিটি ক্লিনিক হলো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চিন্তা প্রসূত একটি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত কার্যক্রম যা **Community Based Health Care (CBHC)** অপারেশনাল প্ল্যান এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং বর্তমান সরকারের সাফল্যের এক উজ্জল দৃষ্টান্ত যা দেশে-বিদেশে নন্দিত। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশের দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত গ্রামীণ জনগণ নিকটস্থ কমিউনিটি ক্লিনিক হতে সমন্বিত স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পুষ্টি সেবা পাচ্ছেন। দেশের সব নাগরিককে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার আওতায় নিয়ে আসতে ১৯৯৮ সালে কমিউনিটি ক্লিনিকভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা চালু করেন প্রধানমন্ত্রী, যা বাংলাদেশের তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবার সুফল পৌঁছাতে বিপ্লব ঘটিয়েছে। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে সারা দেশে ১৪ হাজারেরও বেশি কমিউনিটি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

বর্তমানে কমিউনিটি ক্লিনিক কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে ৪র্থ সেক্টর (৪র্থ এইচপিএনএসপি) কর্মসূচিতে **Community Based Health Care (CBHC)** 'র মাত্রা আরো বাড়ানো হয়েছে। সংক্ষেপে, এটি কমিউনিটি ক্লিনিক যা বর্তমান সরকারের ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প এবং ইএসডি (এশেনশিয়াল হেলথ সার্ভিস সিসি ব্যতীত ইউএইচসি থেকে উপজেলা এর মধ্যে বিদ্যমান সমস্ত প্রতিষ্ঠান) এর কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশে ৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা এবং পুষ্টি (এইচপিএন) সেক্টর প্রোগ্রাম জানুয়ারি ২০১৭ হতে জুন ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

জাতিসংঘে প্রথমবারের মতো কমিউনিটিভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক একটি প্রস্তাব জাতিসংঘে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে। কমিউনিটিভিত্তিক সার্বজনীন স্বাস্থ্যপরিষেবা অর্জনে একটি অংশগ্রহণমূলক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক পদ্ধতি শিরোনামে বাংলাদেশে কমিউনিটি ক্লিনিকভিত্তিক মডেল প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্ভাবনীমূলক নেতৃত্বকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থনস্বরূপ জাতিসংঘের ৭০টি দেশ এই প্রস্তাবে কো-স্পনসর করেছে। জাতিসংঘ সদস্য রাষ্ট্রগুলো কর্তৃক এই রেজুলেশনের অনুমোদনকে ২০৩০ সালের মধ্যে সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা অর্জনের বৈশ্বিক প্রচেষ্টায় এক অবিস্মরণীয় মাইলফলক হিসেবে উল্লেখ করেন।

স্বাস্থ্যখাতে বর্তমান সরকারের একটি ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচি হলো কমিউনিটি ক্লিনিক। এই উদ্যোগের অধীনে তৃণমূল পর্যায়ে নিরবচ্ছিন্ন প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রতি ৬ হাজার জন মানুষের জন্য একটি কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করা হয়েছে। এই ক্লিনিকগুলোর মাধ্যমে গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণ দেশের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের সুযোগ লাভ করেছে। এর ফলে, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবাগুলি এখন নারী, শিশু, বয়স্ক নাগরিকসহ সকল প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষদের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছে। দেশের দরিদ্রদের, বিশেষতঃ নারীদের স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে এসকল ক্লিনিক বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে। এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোর ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের ফলে এটা প্রতীয়মান হয় যে, কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ব্যাপক আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

সারাদেশে ১৪ হাজারের বেশি কমিউনিটি ক্লিনিক রয়েছে। এসব ক্লিনিকে ৩০ ধরনের ওষুধ বিনামূল্যে দেয়া হয়। প্রতিটি ক্লিনিকে প্রতিদিন প্রায় ৪০ জন মানুষ সেবা নেয়। সেই হিসেবে সারাদেশে দিনে ৫ থেকে ৬ লাখ, মাসে দেড় কোটি এবং বছরে ১৮ কোটি মানুষ কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবা পাচ্ছে। যা দেশের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখছে। করোনাকালে ভ্যাকসিন ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে কমিউনিটি ক্লিনিকের বিরাট ভূমিকা ছিল। শুধু তাই নয়, দেশে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে কমিউনিটি ক্লিনিক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

কমিউনিটি ক্লিনিকে স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার ফলে বড় ধরনের স্বাস্থ্যঝুঁকি থেকে রক্ষা পায় রোগীরা। ছোট ছোট সমস্যায় যখন কমিউনিটি ক্লিনিক চিকিৎসা সেবা দেয় তাতে রোগীকে উপজেলা, জেলা বা বড়ো হাসপাতালে আর যেতে হয় না। এতে শুরুরতেই রোগীরা প্রাথমিক পর্যায়ের সেবা পেয়ে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে যায়। প্রাথমিক চিকিৎসা নিশ্চিতের ফলে মানুষের স্বাস্থ্যগত উন্নতি হয়েছে। বড়ো ধরনের রোগ থেকে মানুষ সতর্ক হতে পারছে। এতে দেশের মানুষের গড় আয়ু বেড়েছে। করোনা ও ইপিআইয়ের ভ্যাকসিনেশন কার্যক্রমও ভূমিকা রেখেছে কমিউনিটি ক্লিনিক। এটি শুধু একটি একক উদ্যোগ নয়, এটি একাধিক মহৎ উদ্যোগের সম্মিলিত রূপ।

কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্য সহায়তা ট্রাস্ট একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। বর্তমানে কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্য সহায়তা ট্রাস্টের আওতাধীন **Community Based Health Care (CBHC)** অপারেশনাল প্ল্যানের মাধ্যমে কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহ পরিচালিত হচ্ছে। কমিউনিটি ক্লিনিক পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি) এর একটি অনন্য উদাহরণ। সরকার ভবন নির্মাণ, সেবাদানকারী নিয়োগ, ঔষধসহ প্রয়োজনীয় যাবতীয় যন্ত্রপাতি ও উপকরণ সরবরাহ করছে। পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা করছে সরকার এবং জনগণ সম্মিলিতভাবে।

কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো কেবল স্বাস্থ্যসেবার সুবিধাই দেয় না। এটি জনস্বাস্থ্য সমস্যাসমূহ এবং পেশাদার স্বাস্থ্য কর্মীদের কাছ থেকে সেবা গ্রহণের গুরুত্ব সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করেছে। অন্যদিকে, এটি অপেশাদার এবং প্রথাগত স্বাস্থ্য কর্মীদের উপর মানুষের নির্ভরতা হ্রাস করতে সাহায্য করেছে। অধিকন্তু, ক্লিনিকগুলি নারীদেরকে তাদের ঘরের বাইরে গিয়ে স্বাস্থ্য পরিসেবা পেতে সাহায্য করেছে। এর ফলে পূর্বে প্রচলিত বাড়িভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের ব্যবহার কমিয়ে নারীদেরকে ক্রমবর্ধমানহারে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়ে সেবা গ্রহণ করতে দেখা যাচ্ছে। মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য, বিভিন্ন রোগের প্রাথমিক নির্ণয় ও পরীক্ষা, টিকাদান কর্মসূচি, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা, মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা, এবং প্রয়োজনে উচ্চ-স্তরের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রেফারেলসহ কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে ইনসুলিন, উচ্চ রক্তচাপের ঔষধসহ প্রায় ৩০ ধরনের ঔষধ এবং স্বাস্থ্যসেবা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রদান করে। এতে দেশের সামগ্রিক প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান কার্যক্রম উন্নততর হয়েছে। কমিউনিটি ক্লিনিকে গড়ে বছরে ১.৫০ লক্ষ টাকার ঔষধ সরবরাহ করা হয়।

কমিউনিটি ক্লিনিকে উল্লেখযোগ্য সেবাসমূহগুলো হলো প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা; গর্ভবতী ও প্রসূতির স্বাস্থ্য সেবা; নবজাতক ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা; পরিবার পরিকল্পনা সেবা; পুষ্টি সেবা; ইপিআই; সাধারণ রোগ ও জখমের চিকিৎসা সেবা; অসংক্রামক রোগ সনাক্তকরণ ও রেফারেল; কিশোর-কিশোরী ও নববিবাহিত দম্পতিদের সেবা; কোভিড-১৯ সংক্রমণ প্রতিরোধে স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদান, জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি ও টিকা প্রদানে সহযোগিতা প্রদান; স্তন ও জরায়ু মুখে ক্যান্সার প্রতিরোধ বিষয়ে স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদান, জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি ও ভায়া স্ক্রিনিং, রেজিস্ট্রেশন করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রেরণ; জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধীকরণ; জ্বরুরি ও জটিল রোগীর রেফারেল সেবা; স্বাভাবিক প্রসব (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে); কমিউনিটি ক্লিনিকের কর্মএলাকার জনগণকে খানাভিত্তিক অনলাইন রেজিস্ট্রেশন ও হেলথ আইডি কার্ড প্রদান এবং অন্যান্য সেবা।

কমিউনিটি ক্লিনিক হতে অন-লাইন রিপোর্ট এবং তথ্য সরবরাহ ও সংরক্ষণের নিমিত্তে প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিকে ইন্টারনেট সংযোগসহ ১টি করে ল্যাপটপ সরবরাহ করা হয়েছে। বর্তমানে ৯৫.৪৭% কমিউনিটি ক্লিনিক হতে অন-লাইন রিপোর্টিং হচ্ছে। এছাড়া প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিকে বিভিন্ন প্রকার রেজিস্টার, ফরম, এএনসি কার্ড, জিএমপি কার্ড ইত্যাদি সরবরাহ করা হয়েছে। এসব রেজিস্টারে তথ্য সরক্ষণ করা হচ্ছে।

বিনামূল্যে সেবাদান সহজ করার জন্য কর্মরত সব সিএইচসিপিকে ল্যাপটপ ও মডেম দেয়া হয়েছে। বর্তমানে ৯৫.৪৭% কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে ডিজিটাল অনলাইন রিপোর্টিং করা হচ্ছে। সেবা সহজীকরণের জন্য মাল্টিপারপাস হেলথ ভলান্টিয়ারের মাধ্যমে সিসিকর্ম এলাকায় অবস্থানরত খানার প্রত্যেক সদস্যের ডিজিটাল হেলথ ডাটা সংগ্রহ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ১১ লাখ গ্রামীণ জনগণকে হেলথ আইডি কার্ড দেয়া হয়েছে। ১০৭টি উপজেলায় এ কার্যক্রম চলমান। পর্যায়ক্রমে সারা দেশে হেলথ আইডি কার্ড দেয়া হবে। এছাড়া প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিকে বিভিন্ন প্রকার রেজিস্টার, ফরম, এএনসি কার্ড, জিএমপি কার্ড ইত্যাদি সরবরাহ করা হয়েছে। এসব রেজিস্টারে তথ্য সরক্ষণ করা হচ্ছে।

সেবাগ্রহীতার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি সেবার পরিধি সম্প্রসারিত হওয়ার প্রেক্ষাপটে ৫ শতাংশের পরিবর্তে বর্তমানে ৮ শতাংশ জমিতে চার কক্ষবিশিষ্ট নতুন নকশার ভিত্তিতে কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত মোট ১৪ হাজার ২২৩টি কমিউনিটি ক্লিনিকের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কমিউনিটি ক্লিনিক সেবাপ্রদানের লক্ষ্যে সারাদেশে মোট ১৩৬৬৭ জন কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার (সিএইচসিপি) কর্মরত আছে। পরিচালনার জন্য ২০২২ সালে ৭৭১ জন নতুন কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার (সিএইচসিপি) নিয়োগসহ এ পর্যন্ত মোট ১৪ হাজার ৪৩৮ জন সিএইচসিপি নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ২০০৯ সাল হতে ২০২২ সাল পর্যন্ত ১১৪ কোটির অধিক ডিজিটেল মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণ কমিউনিটি ক্লিনিক হতে সেবা গ্রহণ করেছেন। যাদের অধিকাংশই নারী এবং শিশু। গড়ে প্রায় প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিকে প্রতিদিন ৩৮ জন সেবাগ্রহীতা সেবা গ্রহণ করে থাকে।

চার হাজারেরও অধিক কমিউনিটি ক্লিনিকে স্বাভাবিক প্রসবের ব্যবস্থা রয়েছে। ২০০৯ সাল হতে ২০২২ সাল পর্যন্ত কমিউনিটি ক্লিনিকে প্রায় ১ লক্ষ স্বাভাবিক প্রসব সম্পন্ন হয়েছে। উল্লেখ্য যে, সকল কমিউনিটি ক্লিনিক টিকাদান কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। কমিউনিটি ক্লিনিকে যে রোগীগুলো জটিল এবং দুরারোগ্য রোগ নিয়ে আসে কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে তাদের নিকটস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অথবা বিশেষায়িত হাসপাতালে পাঠানো হয়। এ ধরনের রেফারেল রোগীর সংখ্যা এখন পর্যন্ত এক কোটির ওপরে। বিগত ৪ বছরে কমিউনিটি ক্লিনিক হতে মোট ৩৫ কোটি ৬০ লক্ষের অধিক সেবাগ্রহীতা স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ করেছেন। তন্মধ্যে ৮ লক্ষ ৯০ হাজার জন গর্ভবতী মহিলা গর্ভকালীন সেবা গ্রহণ করেছেন। এছাড়া কমিউনিটি ক্লিনিকে ৮০ হাজার এর অধিক স্বাভাবিক প্রসব সম্পন্ন হয়েছে। ৩০ লক্ষ ২৬ হাজার এর অধিক ৫ বছরের কম বয়সী শিশুকে কমিউনিটি ক্লিনিকে সেবা প্রদান করা হয়েছে।

স্বাধীনতার পর দেশের স্বাস্থ্য খাতে প্রায় সব সূচকে তলানিতে ছিল বাংলাদেশ। সেই দেশ এখন মাথা উঠু করে দাঁড়িয়েছে। স্বাস্থ্য সেবায় টপকে গেছে ভারত, পাকিস্তান, নেপালসহ আরও বহু দেশকে। কমিউনিটি ক্লিনিক দেশের সর্বিক স্বাস্থ্য সেবার উন্নতির ক্ষেত্রে বড়ো ভূমিকা পালন করছে।